দৈনিক বাংলা

তারিখ 22 SEP 1989

কলাম ৪

১৩৭

নানা চাপঃ খুঁটির অভাবে বদলি

সরকারী কলেজে শিক্ষক সংকটঃ শিক্ষা ব্যাহত

॥ খায়রুল আনোয়ার ॥

বছরের পর বছর ধরে বিরাট সংখ্যক শিক্ষকের পদ শূন্য পড়ে থাকায় বেশীর ভাগ সরকারী কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অবস্থা এতটা শোচনীয় যে মাত্র তিন-চারজন শিক্ষককে উচ্চ মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত সকল পর্যায়ে পড়ানোর দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। এছাড়া রয়েছে কলেজে প্রয়োজনীয় ক্লাসরুম ও আসবাবপত্রের অভাব। মফস্বলে বহু কলেজে জোড়াতালি দিয়ে পড়াশোনা চালানো হচ্ছে। ফলে পরীক্ষায় নকলের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষক এবং ছাত্রদের আবাসিক সমস্যাও তীব্র।

স্থানীয় চাপ, প্রভাবশালী মহলের চাপ ও শিক্ষকদের গোষ্ঠীগত চাপের ফলে অনেক সময় অধ্যাপকদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়। নিয়ম বিরুদ্ধ কর্মকান্ডের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এমন অধ্যাপকও বছরের পর বছর ধরে বদলী হন না। ফলে কলেজে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্নিত হয়

৫-এর পৃঃ দ্রঃ

(প্রথম পৃঃ পর)

সরকারী কলেজে

অন্যদিকে ভাল কাজ করেছেন এমন অধ্যাপকও খুঁটির অভাবে বদলী হয়ে যান। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এসব ব্যাপারে নিজেদের অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছেন।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা না করে নতুন নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে শিক্ষার উন্নতমান অর্জনের পরিবর্তে শিক্ষার মানের গুরুতর অবনতি ঘটছে।

বর্তমানে দেশে মোট কলেজের সংখ্যা ৭৫৮টি। এর মাঝে সরকারী কলেজের সংখ্যা ১৮৯টি। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, সরকারী কলেজে আড়াই সহস্রাধিক শিক্ষকের পদ শূন্য পড়ে আছে। এসব পদের মধ্যে অধ্যাপকের ২২৪টি, সহযোগী অধ্যাপকের ৬৬০টি এবং সহকারী অধ্যাপকের ৪২১টি পদ শূন্য। বাকী পদগুলো প্রভাষকের। পঞ্চাশটির বেশি কলেজে অধ্যক্ষ নেই।

দুয়েকটি উদাহরণ দিলে সরকারী কলেজে শিক্ষক সংকট সম্পর্কে এটা ধারণা করা যাবে। মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজে ১৮টি শিক্ষকের পদ শূন্য। এর মাঝে প্রভাষক থেকে অধ্যাপকের পদ পর্যন্ত রয়েছে। নারায়ণগঞ্জ মহিলা কলেজে দুই হাজারেরও বেশি ছাত্রীর জন্যে শিক্ষক আছেন মাত্র ... জন। মাদারীপুর নাজিমুদ্দিন কলেজে দীর্ঘদিন ধরে অধ্যক্ষসহ ৩৭ জন শিক্ষকের পদ শূন্য ছিল। পরে এর কিছু পদ পূরণ করা হয়।

রাজধানীর ঢাকা কলেজে উচ্চমাধ্যমিক বাণিজ্য বিভাগে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ, স্নাতক (পাস) বাণিজ্য বিভাগে প্রথম ও দ্বিতীয় ... এবং ব্যবস্থাপনা অনার্সের ...টি বর্ষের জন্যে মোট শিক্ষক ...ন মাত্র সাতজন।

বিরাট সংখ্যক পদ দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য পড়ে থাকায় একদিকে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে অন্যদিকে শিক্ষকরা যথাসময়ে পদোন্নতি না পেয়ে হতাশায় ভুগছেন।

নারায়ণগঞ্জ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ কলেজের সমস্যা সম্পর্কে দৈনিক বাংলাকে বলেনঃ ক্লাসরুমে বেঞ্চির অভাব। আবার ক্লাসরুমের স্বল্পতার জন্যে সেকশনও করা যাচ্ছে না। অথচ এরপরও ছাত্রী ভর্তির চাপ প্রচন্ড। ভর্তির জন্যে বিভিন্নভাবে 'প্রেসারের' মুখোমুখি হতে হয়। কিছুদিন আগে ভর্তি পরীক্ষার সময় বাইরের লোকজন এসে পরীক্ষা বন্ধ করে দেয়। তাদের দাবী ছিল, ভর্তি পরীক্ষা

(৭-এর কঃ দ্রঃ)

(৬-এর কঃ পর)

নেয়া যাবে না। পরীক্ষা ছাড়াই সবাইকে ভর্তি করে নিতে হবে। ভর্তির সময় মাস্তানদের আয়ের রাস্তা হয়। এসব জেনেও কিছু করার থাকে না। কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষা অবহেলিত হবে, অধ্যক্ষ জানান।

তোলারাম কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, তাঁর কলেজে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা সাড়ে পাঁচ হাজার। ক্লাসরুমের অভাবে দুই শিফটে কলেজের ক্লাস চালাতে হয়। "ক্লাসে বসার জায়গা নেই, দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে হবে"—ভর্তির সময় একথা বলার পরও ছাত্ররা ভর্তি হতে চায়। সম্ভবতঃ সরকারী কলেজ এবং পরীক্ষার ফল অন্য কলেজ থেকে তুলনামূলকভাবে ভাল হয়—এ ধারণা থেকেই এ অবস্থার সৃষ্টি। পরীক্ষার সময় বাইরে থেকে বেঞ্চি আনতে হয়। কলেজে মাত্র ৩২ সীটের একটি ছাত্রাবাস আছে।

ঢাকার তিতুমীর কলেজের অধ্যক্ষ কলেজের সমস্যা সম্পর্কে দৈনিক বাংলাকে বলেন, ভূগোলের মত জনপ্রিয় বিষয় এ কলেজে নেই। ক্লাসরুমে বেঞ্চির অভাব আছে। ছাত্র এবং শিক্ষকদের আবাসিক সমস্যা তীব্র।

কুমিল্লার কাছাকাছি একটি সরকারী কলেজে বিজ্ঞান পড়ানো হয়। কিন্তু সেখানে পদার্থবিদ্যা অধ্যাপকের পদ নেই বলে জানা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পূর্ববর্তী এক রিপোর্টে বলা হয়ঃ যত্রতত্র নতুন কলেজ খোলা হচ্ছে। অথচ পুরোন কলেজগুলোতে ন্যূনতম অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার অভাব দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উপযুক্ত শিক্ষক এবং ল্যাবরেটরীতে শিক্ষা উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও লাইব্রেরীতে আবশ্যিক বইপুস্তকের অভাব। সরকারী কলেজে প্রায় সব বিভাগে অনেক শিক্ষকের পদ বছরের পর বছর শূন্য থাকছে।

মঞ্জুরী কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল বারী "বাংলাদেশের শিক্ষা পরিবেশ ও পরীক্ষা ব্যবস্থা" শীর্ষক এক নিবন্ধে লিখেছেনঃ বর্তমানে ৪০টি সরকারী কলেজে অনার্স পড়ান হয়। এর মধ্যে ১৩টিতে আবার স্নাতকোত্তর কোর্স পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে। অপর দিকে এ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় প্রতিটির সঙ্গে উচ্চমাধ্যমিক অংশ এখনও যুক্ত রয়েছে। উচ্চমাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত পড়ানোর জন্যে প্রতি বিষয়ে সৃষ্ট শিক্ষকের পদ সাধারণত পাঁচ থেকে সাত। সরকারী কলেজগুলোতে এখন বহু শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। অতএব এই কলেজগুলোতে লেখাপড়া কেমন হচ্ছে তার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। এই যদি সরকারী কলেজের অবস্থা হয়, তাহলে বেসরকারী কলেজের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। অথচ বছর ঘুরে এলেই পরীক্ষা। আর সে—পরীক্ষায় অংশ নেবে সকল ছাত্রছাত্রী—পরীক্ষায় যোগ দেয়ার যোগ্যতা সবার থাক বা না-থাক।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন অধ্যক্ষ বলেছেন, বিভিন্ন সময় এমন সব কলেজ সরকারী করা হয়েছে, যেখানে কাউকে 'পোস্টিং' দিলে মনে হয় তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্রায় পনের বছর আগে কাগমারী মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ সরকারী করা হয়। কিন্তু আজও সেখানে অধ্যক্ষের জন্যে বাসা পর্যন্ত তৈরি হয়নি।